ভোরের কাগজ

তারিখ ঃ

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পুরো জাতি শিক্ষিত হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হয়তো প্রয়োজন হতো না

আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস ও বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ২০০১-এর অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেছেন, গণতন্ত্র ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক। তিনি বলেন, পুরো জাতি শিক্ষিত হলে হয়তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন পড়তো না। গতকাল শনিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ২০০১'-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। ইউএনবি।

বিচারপতি লতিফুর

বিচারপতি লতিফুর বলেন, প্রতিটি শিক্ষিত মানুষ তার নাগরিক অধিকার, ভোটাধিকার এবং তার দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন। শিক্ষিত মানুষ ভোটাধিকার রক্ষা ও যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারেন এবং তারা ভোটাধিকার ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার আলো দেশ থেকে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা, সন্ত্রাস, পেশিশক্তি, কালো টাকা এবং ভোট কারচুপি পুরোপুরি দূর করতে পারে। শিক্ষিত সমাজে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা সম্ভবপর এবং সর্বোপরি শিক্ষা একটা শান্তি পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক চর্চা, ভোটাধিকার ও গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় শিক্ষার সাফল্যে দেশবাসী অবশ্যই গর্ববোধ করতে পারে। আগামী ১ অক্টোবর একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তার দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।

বিচারপতি লতিফুর বলেন, 'অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।' তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে গ্রামের মানুষ অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্ত হলে লিখতে ও পড়তে পারবে।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে শিক্ষা উপদেষ্টা এ এস এম শাহজাহান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব প্রফেসর তাহমিনা হোসেন, উপ আনুষ্ঠানিক বিভাগের মহাপরিচালক ধীরাজ মালাকার বক্তব্য রাখেন। এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও বিপুলসংখ্যক ছাত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।